

14046 - যে ব্যক্তি রমযানের শেষ দশদিন ইতিকার করতে চান তিনি কখন মসজিদে প্রবেশ করবেন এবং কখন বের হতে পারবেন

প্রশ্ন

আমি রমযানের শেষ দশদিন ইতিকার করতে চাই। আমি জানতে চাই আমি কখন মসজিদে প্রবেশ করব এবং কখন মসজিদ থেকে বের হতে পারব?

প্রিয় উত্তর

ইতিকারকারীর মসজিদে প্রবেশের ব্যাপারে জমহুর আলেম (চার ইমাম আবু হানিফা, মালেক, শাফেয়ি, আহমাদ) এর অভিমত হচ্ছে- ২১ রমযানের রাত শুরু হওয়ার আগে সূর্যাস্তের পূর্বে মসজিদে প্রবেশ করবেন। এ মতের পক্ষে তারা নিম্নোক্ত দলিল দেন:

১- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি রমযানের শেষ দশরাত্রি ইতিকার করতেন। [বুখারি ও মুসলিম]

এ হাদিসে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তিনি রাত্রিতে ইতিকার করতেন; দিনে নয়। কারণ العشر الليلي শব্দটি আলাহ তাআলা বলেন: “দশরাত্রির শপথ” [সূরা আল-ফজর, আয়াত: ২]

শেষ দশরাত্রি ২১ তম রাত থেকে শুরু হয়।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, ২১ তম রাত্রির সূর্যাস্তের পূর্বেই মসজিদে প্রবেশ করবেন।

২- তারা আরও বলেন: ইতিকারকারী যে উদ্দেশ্য নিয়ে ইতিকার করেন তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে- লাইলাতুল ক্বদর প্রাপ্তি। রমযানের ২১তম রাত্রি শেষদশকের একটি বেজোড় রাত্রি; তাই এ রাতটি লাইলাতুল ক্বদর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্য এ রাতে ইতিকার করাটা বাঞ্ছনীয়। [এ কথাটি ইমাম সিন্দি রচিত নাসাঈর হাশিয়াতে রয়েছে; দেখুন: আল-মুগনি ৪/৪৮৯]

তবে সহিহ বুখারি (২০৪১) ও সহিহ মুসলিম (১১৭৩) কর্তৃক আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিসে আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি ইতিকার করতে চাইতেন তিনি ফজরের নামায পড়ে তাঁর ইতিকারের স্থানে ঢুকে যেতেন।

এ হাদিসের বাহ্যিক অর্থের পক্ষে অভিমত দিয়ে বেশ কিছু সলফে সালেহীন বলেন: ফজরের নামাযের পর ইতিকারস্থলে ঢুকতে হবে।

এ মতটি সৌদি ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি গ্রহণ করেছেন (১০/৪১১) এবং বিন বাযও গ্রহণ করেছেন (১৫/৪৪২)।

তবে জমহুর আলেম এ দলিলের বিপক্ষে দুইটি জবাব দিয়ে থাকেন:

এক: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্য ডোবার আগে থেকেই ইতিকার শুরু করেছেন। তবে তিনি ইতিকারের জন্য মসজিদের সুনির্দিষ্ট স্থানে ফজরের নামায়ের আগে প্রবেশ করেননি।

ইমাম নববী বলেন:

“যদি ইতিকার করতে চাইতেন তাহলে তিনি ফজরের নামায় পড়ে ইতিকারস্থলে ঢুকে যেতেন” এ হাদিসাংশ দিয়ে সেসব আলেম দলিল দেন যারা মনে করেন: দিনের শুরু থেকে ইতিকার শুরু হয়। আওয়ালি, ছাগরি, এক বর্ণনামতে লাইছ এ মতের প্রবক্তা। আর ইমাম মালেক, আবু হানিফা, শাফেয়ি ও আহমাদের মতে, যদি গোটা মাস অথবা দশদিন ইতিকার করতে চায় তাহলে সূর্যাস্তের পূর্বে ইতিকারস্থলে প্রবেশ করবে। যারা এ মতের প্রবক্তা তারা উল্লেখিত হাদিসটির অর্থ করেন এভাবে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সম্পূর্ণ একাকিত্ব গ্রহণ করে ইতিকারের বিশেষ স্থানে প্রবেশ করেছেন ফজরের নামায়ের পর। এর অর্থ এ নয় যে, তিনি ফজরের নামায়ের পর ইতিকার শুরু করেছেন। বরং মাগরিবের আগেই তিনি ইতিকার শুরু করে মসজিদে অবস্থান নিয়েছেন; আর ফজরের নামায়ের পর নির্জনতা গ্রহণ করেছেন। সমাপ্ত

দুই:

হাম্বলি মাযহাবের আলেম কাযী আবু ইয়াল্লা আয়েশা (রাঃ) এর হাদিসের একটি জবাব দেন সেটি হচ্ছে- এ হাদিসকে এ অর্থে গ্রহণ করা যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ২০ রমযান ফজরের নামায়ের পর ইতিকারস্থলে প্রবেশ করতেন। সিন্দি বলেন: কিয়ামের মাধ্যমে এ জবাবটি জানা যায়। এ জবাবটি অধিক উত্তম এবং অধিক নির্ভরযোগ্য। সমাপ্ত

শাইখ উছাইমীনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল (ফাতাওয়াস সিয়াম পৃষ্ঠা-৫০১): কখন ইতিকার শুরু করা হবে?

জবাবে তিনি বলেন: জমহুর আলেমের মতে, ইতিকারের শুরু হচ্ছে- ২১ রমযান রাত থেকে; ২১ রমযান ফজর থেকে নয়। যদিও কোন কোন আলেম বুখারি কর্তৃক সংকলিত আয়েশা (রাঃ) এর হাদিস “যখন ফজরের নামায় পড়লেন তখন তিনি তাঁর ইতিকারস্থলে প্রবেশ করলেন” দিয়ে দলিল দিয়ে বলেন: ২১ রমযান ফজর থেকে ইতিকার শুরু হবে। তবে জমহুর আলেম এর প্রত্যুত্তর দেন এভাবে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভোর থেকে মানুষ থেকে বিচ্ছিন্নতা গ্রহণ করেন; তবে ইতিকারের নিয়ত করেছেন রাতের প্রারম্ভ থেকে। কারণ শেষ দশক শুরু হয় ২০ তারিখ সূর্যাস্ত থেকে। সমাপ্ত

তিনি আরও বলেন (পৃষ্ঠা-৫০৩):

ইতিকারকারী সূর্যাস্তের পর ২১ রমযান রাত থেকে মসজিদে প্রবেশ করবে। কারণ এটি হচ্ছে- শেষ দশকের শুরু। আর এটি আয়েশা (রাঃ) এর হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কারণ সে হাদিসের শব্দাবলি বিভিন্ন। সুতরাং সে হাদিসের যে শব্দ আভিধানিক অর্থের অধিক নিকটবর্তী সে শব্দটি গ্রহণ করতে হবে। সেটি ইমাম বুখারি কর্তৃক আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে (২০৪১) তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক রমযানে ইতিকার করতেন। যখন ফজরের নামায় পড়া শেষ হত তখন তিনি যে স্থানে ইতিকার করেছেন সে স্থানে প্রবেশ করতেন।

তাঁর বাণী: “যখন ফজরের নামায পড়া শেষ হত তখন তিনি যে স্থানে ইতিকারফ করেছেন সে স্থানে প্রবেশ করতেন” এ বাণীর দাবী হচ্ছে- এ প্রবেশের পূর্বেই তিনি অবস্থান করেছেন। অর্থাৎ তিনি ইতিকারফের সুনির্দিষ্ট স্থানে প্রবেশের পূর্বে মসজিদে অবস্থান নিয়েছেন। আর তাঁর বাণী: “তিনি ইতিকারফ করেছেন” এটি অতীত কালের ক্রিয়া। অতীত কালের ক্রিয়ার মূল রূপ হচ্ছে- এর আসল অর্থে ব্যবহার করা। সমাপ্ত

দুই: পক্ষান্তরে ইতিকারফ থেকে বের হওয়ার সময়:

রমযানের সর্বশেষ দিনের সূর্যাস্তের পর মসজিদ থেকে বের হতে হয়।

শাইখ উছাইমীনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল: ইতিকারফকারী কি ঈদ-রাত্রির সূর্যাস্তের পর ইতিকারফ থেকে বের হবে; নাকি ঈদের দিন ফজরের পর বের হবে?

উত্তরে তিনি বলেন:

রমযান মাস শেষ হওয়ার পর ইতিকারফকারী ইতিকারফ থেকে বের হবে। ঈদের রাত্রির সূর্যাস্তের মাধ্যমে রমযান শেষ হয়ে যাবে।

ফাতাওয়াস সিয়াম (পৃষ্ঠা-৫০২) সমাপ্ত

স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্রতে (১০/৪১১) এসেছে-

রমযানের দশদিনের ইতিকারফ রমযানের শেষদিনের সূর্যাস্তের মাধ্যমে শেষ হবে।[সমাপ্ত]

আর যদি ফজর পর্যন্ত মসজিদে অবস্থান করে ইতিকারফ থেকে সরাসরি ঈদের নামাযে যেতে চান এতেও কোন অসুবিধা নেই। কিছু কিছু সলফে সালেহীন এটাকে মুস্তাহাব বলেছেন।

ইমাম মালেক বলেন: তিনি কিছু কিছু আলেমকে দেখেছেন তাঁরা রমযানের শেষ দশদিন ইতিকারফ করলে মানুষের সাথে ঈদের নামায পড়ে তারপর তাদের পরিবারের নিকট ফিরে আসতেন। মালেক বলেন: পূর্ববর্তী মর্যাদাবান আলেমদের থেকে এটি বর্ণিত আছে। এ মাসয়ালায় এটি আমার নিকট অধিক প্রিয়।

ইমাম নববী ;আল-মাজমু' গ্রন্থে বলেন:

ইমাম শাফেয়ি ও তাঁর ছাত্রগণ বলেন: যে ব্যক্তি রমযানের শেষ দশদিনের ইতিকারফের ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ করতে চায় তার উচিত সূর্যাস্তের আগে ২১ রমযান রাতে মসজিদে প্রবেশ করা। যাতে করে, শেষ দশদিনের কোন অংশ তার ছুটে না যায়। ঈদের রাত্রির সূর্যাস্ত যাওয়ার পর মসজিদ থেকে বের হবে। এক্ষেত্রে রমযান মাস পূর্ণ ৩০ দিন হোক অথবা অপূর্ণ হোক। উত্তম হচ্ছে- ঈদের রাত্রিতে মসজিদে অবস্থান করা; যাতে করে ঈদের নামায সেখানে পড়তে পারে অথবা মসজিদ থেকে সরাসরি ঈদগাহে গিয়ে ঈদের নামায আদায় করে আসতে পারে। সমাপ্ত

যদি ইতিকাফ থেকে সরাসরি ঈদের নামাযে বের হয় তাহলে নামাযে যাওয়ার আগে গোসল করে নেয়া ও পরিপাটি হওয়া মুস্তাহাব।
কারণ এটি ঈদের সুন্নত। এ বিষয়টি বিস্তারিত জানতে [36442](#) নং প্রশ্নোত্তর দেখুন।